بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ　　نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ　　وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত আলী (রাঃ) আনহুর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক
মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতে প্রদত্ত ৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ তা'উয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

গত খুতবা থেকে হযরত আলী (রাঃ)এর স্মৃতিচারণ চলছে। হযরত আলী (রাঃ)এর ভ্রাতৃত্ব -বন্ধন সম্পর্কে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) হযরত আলীকে দু'বার নিজের ভাই বলে আখ্যায়িত করেছেন। একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুহাজেরদের মাঝে মক্কায় ভাই পেতে দেন। এরপর তিনি মুহাজের এবং আনসারদের মাঝে মদিনায় হিজরতের পর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। দু'বারই হযরত আলীকে বলেন, 'আনতা আখী ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখেরা' অর্থাৎ তুমি ইহজগত ও পরকালে আমার ভাই।

হযরত আলী বদরের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সহযোদ্ধা ছিলেন; কেবল তাবুকের যুদ্ধ ব্যতিরেকে। তাবুকের যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) তাকে স্বীয় পরিবারপরিজনের দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন।

হযরত সালেবা বিন আবু মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত সা'দ বিন উবাদা (রাঃ) সকল উপলক্ষ্যে মহানবী (সাঃ)এর পতাকা বহন করতেন। কিন্তু যখন যুদ্ধের সময় হতো তখন হযরত আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) পতাকা নিয়ে নিতেন।

উশায়রা-র যুদ্ধ দ্বিতীয় হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রাঃ)বর্ণনা করেন যে, যুদ্ধে হযরত আলী এবং আমি সফর-সঙ্গী ছিলাম। সেদিন মহানবী (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর দেহে মাটি দেখে বলেছিলেন, হে আবু তুরাব! আমি কি তোমাদেরকে দু'জন চরম দুর্ভাগা সম্পর্কে বলব না? আমরা বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)। তিনি (সাঃ) বলেন, প্রথমজন হলো, সামূদ জাতির উহায়মার; যে হযরত সালেহ্ (আঃ)এর উষ্ট্রীর পা কেটে দিয়েছিল। আর দ্বিতীয়জন হলো, হে আলী সে, যে! তোমার মাথায় আঘাত করবে; ফলে তোমার দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে।

বদরের যুদ্ধ হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরী মোতাবেক ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে। বদরের যুদ্ধের সময় যখন উভয় সেনাদল মুখোমুখি হয় তখন সর্বপ্রথম রবীআ'-র দুই পুত্র শায়বা, উতবা এবং ওয়ালীদ বিন উতবা এগিয়ে আসে এবং সম্মুখ সমরের আহ্বান জানায়। তখন বনু হারেস গোত্রের তিনজন আনসারী অর্থাৎ আফরার পুত্র মুআ'য, মুয়াওয়েয এবং অওফ, তাদের পক্ষ থেকে মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যান; কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাদেরকে ফিরিয়ে নেন এবং বলেন, তোমরা দণ্ডায়মান হও, তোমাদের অধিকারের জন্য যুদ্ধ কর, যার সাথে আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের নবীকে প্রেরণ করেছেন। অতএব হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব, হযরত আলী বিন আবু তালেব এবং হযরত উবায়দা বিন হারেস দণ্ডায়মান হন এবং তাদের দিকে অগ্রসর হন। তখন উতবা তার ছেলেকে বলে, হে ওয়ালীদ ওঠ। অতএব হযরত

আলী তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে আসেন আর তাদের উভয়ের মাঝে তরবারির যুদ্ধ হয় এবং হযরত আলী তাকে হত্যা করেন। এরপর উতবা দণ্ডায়মান হয় এবং তার বিপরীতে হযরত হামযা এগিয়ে আসেন। তাদের উভয়ের মাঝে তরবারির যুদ্ধ হয় এবং হযরত হামযা তাকে হত্যা করেন। তারপর শায়বা দণ্ডায়মান হয় এবং তার মোকাবিলায় হযরত উবায়দা বিন হারেস এগিয়ে আসেন। হযরত উবায়দা সেদিন মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীদের মাঝে সবচেয়ে বেশি বয়স্ক ছিলেন। শায়বা হযরত উবায়দার পায়ে তরবারির প্রান্ত দিয়ে আঘাত করে যা তার পায়ের গোছায় লাগে এবং তা কেটে যায়। হযরত হামযা এবং হযরত আলী শায়বার ওপর আক্রমণ করেন এবং তাকে হত্যা করেন।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) বদরের যুদ্ধের সময় আমার ও আবুবকর সম্পর্কে বলেন, তোমাদের উভয়ের মাঝে একজনের ডান পাশে হযরত জিবরাইল আছেন এবং অপরজনের ডান পাশে মিকাইল আছেন আর মহান এক ফিরিশতা হলেন হযরত ইস্‌রাফিল, যিনি যুদ্ধের সময় এসে উপস্থিত হন এবং সারিতে দণ্ডায়মান হন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর সাথে হযরত আলীর বিয়ে হয় দ্বিতীয় হিজরী সনে। হযরত আলী (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর সমীপে হযরত ফাতেমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন এবং মহানবী (সাঃ) স্বানন্দে সম্মত হন। তিনি (সাঃ) বলেন, তোমার কাছে মোহরানার জন্য কিছু আছে কী? হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি নিবেদন করি যে, আমার ঘোড়া এবং আমার বর্ম আছে। তিনি (সাঃ) বলেন, তোমার বর্ম বিক্রি করে দাও। অতএব আমি আমার বর্ম চারশত আশি দিরহাম মূল্যে বিক্রি করে মোহরানার ব্যবস্থা করলাম। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, মানুষ বলে, দেনমোহর যা পার নির্ধারণ করে নাও,পরিশোধের কথা পরে দেখা যাবে। মহানবী (সাঃ) বলেন, প্রথমে দেনমোহরের ব্যবস্থা করো। এর অর্থ হলো, মোহরানা নারীর তাৎক্ষনিক প্রাপ্য। কেউ কেউ আমাকে লিখে দেয় যে, মহিলারা আমাদের কাছে দেনমোহর দাবি করছে অথচ আমরা তো সুখেই আছি। যদি তারা চায় তাহলে তাদের অধিকার হিসেবে তারা চায়, চাওয়া মাত্র তা পরিশোধযোগ্য।

কন্যা-বিদায়ের পর মহানবী (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে বলেন, ফাতেমা তোমার গৃহে প্রবেশ করার পর আমি আসার আগ পর্যন্ত তুমি কোন কথা বলবে না। অতএব তিনি (সাঃ) ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে বললেন, আমার কাছে পানি নিয়ে আসো। তিনি উঠে ঘরে রাখা পাত্রে পানি আনলেন। তিনি (সাঃ) পানির পাত্রটি নিলেন এবং তাতে কুল্লি করলেন; অতঃপর হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে বললেন, এগিয়ে আস তিনি এগিয়ে আসেন। তিনি (সাঃ) তার ওপর এবং তার মাথার ওপর কিছু পানি ছিঁটালেন। তারপর দোয়া করলেন,‘হে আল্লাহ! আমি তাকে এবং তার সন্তান-সন্ততিকে বিতাড়িত শয়তান থেকে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি।’ এরপর তিনি (সাঃ) বলেন, অন্য দিকে ঘুরে দাঁড়াও। যখন তিনি ঘুরলেন তখন তিনি (সাঃ) তার কাঁধের মাঝখানে পানি ছিটালেন; হযরত আলী (রাঃ)এর ক্ষেত্রেও এমনটিই করলেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত খাদিজার (রাঃ) গর্ভে জন্ম নেয়া মহানবী (সাঃ) এর সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন। তিনি (সাঃ) নিজ সন্তানদের মধ্য থেকে হযরত ফাতেমাকে (রাঃ) সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন।

হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ) নিজেদের দারিদ্র ও অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও জগৎবিমূখতা ও কৃচ্ছতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন হযরত ফাতেমা (রাঃ) যাঁতা চালানোর ফলে হাতে কষ্ট হওয়ার অনুযোগ করেন। সেসময় মহানবী (সাঃ)এর কিছু বন্দীও হস্তগত হয়, হযরত ফাতেমা (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর কাছে গেলেন কিন্তু তাঁকে পেলেন না। তিনি অর্থাৎ হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে নিজের আসার কারণ সম্পর্কে অবগত করেন। মহানবী (সাঃ) যখন ফিরে আসেন তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত ফাতেমার আসার কথা মহানবীকে অবগত করেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, মহানবী (সাঃ) আমাদের কাছে আসেন ততক্ষণে আমরা আমাদের বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। আমরা দাঁড়াতে গেলে তিনি বলেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গাতেই থাক। এরপর তিনি আমাদের মাঝে বসে গেলেন। তিনি বলেন, তোমরা যা চেয়েছ আমি কি তোমাদের উভয়কে তার চেয়েও উত্তম কথা বলবো না? তা হলো, তোমরা উভয়ে যখন বিছানায় যাবে তখন ৩৪বার আল্লাহু আকবার, ৩৩বার সুবহানাল্লাহ্ এবং ৩৩বার আলহামদুলিল্লাহ্ পড়ো, এটি তোমাদের উভয়ের জন্য কোন সেবকের চেয়েও অধিকতর উত্তম হবে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, তিনি (সাঃ) যদি চাইতেন তাহলে হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে সেবক দিতে পারতেন কেননা, যে ধন-সম্পদ বণ্টনের জন্য এসেছে তা মহানবী (সাঃ)এর কাছেই এসেছিল, আর এগুলো সাহাবীদের মাঝে বণ্টনের জন্য আসতো। এতে হযরত আলীরও অংশ থাকতে পারতো আর ফাতেমাও এর অধিকার রাখতেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) সাবধানতা অবলম্বন করেন এবং এসব সম্পদ হতে নিজ আত্মীয়-স্বজনদের দেয়া পছন্দ করেন নি। কেননা ভবিষ্যতে মানুষের এর ভুল ব্যাখ্যা করা ও বাদশাহ্‌র প্রজাদের সম্পদকে নিজের জন্য বৈধ জ্ঞান করার আশঙ্কা ছিল। জগদ্বাসী কি এমন কোন বাদশাহ্‌র দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারে যে এভাবে বায়তুল মালের সুরক্ষা করেছে?

হযরত আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক রাতে মহানবী (সাঃ) তার এবং নিজ কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর নিকট আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমরা দু'জন কি নামায পড় না? (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায) আমি উত্তরে নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমাদের প্রাণ আল্লাহ্‌তা'লার হাতে। তিনি আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগানো পছন্দ হলে জাগিয়ে দেন। মহানবী (সাঃ) প্রত্যুত্তরে কিছু না বলে ফিরে যান। কিন্তু তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন আমি শুনতে পাই, তিনি তাঁর উরুতে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে বলছিলেন যে, وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا অর্থাৎ মানুষ সবচেয়ে বড় তর্কবাগীশ। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন যে, এটি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত। যার অর্থ হলো, মানুষ অধিকাংশ সময় নিজের ভুল স্বীকার করতে চায় না এবং বিভিন্ন প্রকার যুক্তি দিয়ে নিজের দোষ গোপন করে। তখন তিনি (সাঃ) অসন্তুষ্ট হওয়া বা অসন্তোষ প্রকাশের পরিবর্তে এমন এক সূক্ষ্ম পন্থা অবলম্বন করেন যে, হযরত আলী হয়ত নিজ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এর স্বাদ উপভোগ করে থাকবেন।

এ হাদীস থেকে আমরা অনেকগুলো বিষয় জানতে পারি, যার কল্যাণে মহানবী (সাঃ)এর চরিত্রের বিভিন্ন আঙ্গিকের উপর আলোকপাত হয়। প্রথমত এটি জানা যায় যে, ধর্মানুবর্তিতার প্রতি তিনি (সাঃ) কতটা যত্নবান ছিলেন। তিনি রাতের বেলা ঘুরে ঘুরে তার নিকটজনদের ওপর দৃষ্টি রাখতেন। অনেক লোক আছে যারা নিজেরা পুণ্যবান হয়ে থাকে এবং মানুষকেও পুণ্যের শিক্ষা প্রদান করে, কিন্তু তাদের নিজ পরিবারের অবস্থা শোচনীয় হয়ে থাকে। তাদের মাঝে নিজ পরিবারের সদস্যদেরও সংশোধন করার বৈশিষ্ট থাকে না। এমন লোকদের সম্পর্কেই এ প্রবাদ প্রসিদ্ধ যে, প্রদীপের নীচে অন্ধকার। অর্থাৎ যেভাবে প্রদীপ তার চারপাশের সব জিনিসকে আলোকিত করে, কিন্তু স্বয়ং তার নীচেই অন্ধকার থাকে, অনুরূপভাবে এরাও অন্যদের নসীহত করে বেড়ায় ঠিকই, কিন্তু নিজেদের ঘর বা পরিবারের প্রতি দৃষ্টি দেয় না যে, আমাদের আলো দ্বারা আমাদের নিজেদের ঘরের লোকেরা কতটা উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু বোঝা যায়, মহানবী (সাঃ)এ বিষয়ের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন যে, তাঁর প্রিয়রাও যেন সেই আলোয় আলোকিত হয় যার মাধ্যমে তিনি পৃথিবীকে আলোকিত করতে চাইতেন আর এ বিষয়ে তিনি যথাযথ ব্যবস্থাও গ্রহণ করতেন। তিনি নিয়মিত তাদের পরীক্ষা করতেন ও ক্ষতিয়ে দেখতেন। প্রিয়জন বা পরিবারপরিজনের তরবিয়ত করা এমন একটি উন্নত পর্যায়ের গুণ, যা তাঁর মাঝে না থাকলে তাঁর চরিত্রে অতিমূল্যবান একটি জিনিসের ঘাটতি থেকে যেতো। দ্বিতীয়ত এটি জানা যায় যে, সেই শিক্ষার প্রতি তাঁর (সাঃ) পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যা তিনি পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করতেন। তৃতীয় বিষয় এই যে, মহানবী (সাঃ) প্রতিটি বিষয় বুঝানোর জন্য ধৈর্যের পন্থা অবলম্বন করতেন এবং বাগবিতণ্ডার পরিবর্তে প্রেম ও ভালোবাসার মাধ্যমে কাউকে তার ভুলত্রুটি সম্পর্কে অবগত করতেন। অতএব হযরত আলী (রাঃ) বলেন, এরপর আমি আর কোন দিন তাহাজ্জুদের নামায বাদ দেই নি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এই স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে আর আগামীতেও চলবে ইনশাআল্লাহ্। বর্তমানে পাকিস্তানের পরিবেশ পরিস্থিতি আরো বেশি কঠিন হয়ে উঠছে। সরকারের কিছু কর্মকর্তা মৌলভীদের অনুসরণ করে এবং তাদের সাথে গাঁটছড়া বেধে আমাদের যতটা ক্ষতি করা সম্ভব তা করার চেষ্টা করছে। আপনারা বিশেষভাবে দোয়া করুন। রাবওয়ার আহমদী এবং পাকিস্তানের অন্যান্য শহরে বসবাসকরী আহমদীদেরও আল্লাহ্‌তা'লা সর্বত্র স্বীয় নিরাপত্তার ছায়ায় আশ্রয় দিন এবং শত্রুর অনিষ্ট থেকে তাদের নিরাপদ রাখুন আর তাদেরকে ভয়ানক ও ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করুন এবং অচিরেই এসব লোকের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন।

খুৎবা জুম্মা শেষে জনাব কমাণ্ডার চৌধুরী মুহাম্মদ আসলাম সাহেব, শ্রদ্ধেয়া শাহিনা কুমর সাহেবার, তার ছেলে স্নেহের সামার আহমদ কুমর এবং শ্রদ্ধেয়া সাঈদা আফযাল খোখার সাহেবার উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর বর্ণনা করেন এবং নামায জুম্মা শেষে মরহুমগণের গায়েবে জানাযা পড়ানোর ঘোষণা করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
4 December 2020

Makeup & Distribute **FROM**
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org